বর্ষ-০১ | সংখ্যা-০৬ | ১৯সেপ্টেম্বর ২০২০ প্রথম পাতা

THE HUNGER PROJECT

প্রান্ত পরিক্রমা

অনলাইন বার্তা- ময়মনসিংহ অঞ্চল
উৎকলিকা-১, ২৮ ক/১ কে.সি. রায় রোড, ময়মনসিংহ।

করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে ময়মনসিংহের চর-নিলক্ষিয়া ইউনিয়নের রঘুরামপুর কুমড়ীকান্দা গ্রাম

২০১৭ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উদ্যোগে ময়মনসিংহ সদরের **চর-নিলক্ষিয়া** ইউনিয়নে "এসডিজি ইউনিয়ন স্ট্র্যাটেজি"প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। 'এ প্রকল্পের আওতাধীন প্রশিক্ষণগুলোর মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি তথা মানুষের মধ্যে মালিকানাবোধের সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা অধিকার সচেতন হয়ে উঠেছে। শুধু ইউনিয়ন পরিষদের একার পক্ষে যে সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়, এ বিষয়টি আমাদের মাঝে স্পষ্ট হয়েছে। এ অনুধাবন থেকে জনমানুষকে সম্পৃক্ত করেই এখন আমরা ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যেকটি কাজ পরিচালনা করছি।' ২০১৭ সালে কাজ শুরু হয় এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সহায়তায় ইউনিয়নের ০৯ টি গ্রামে গঠন করা হয় গ্রাম উন্নয়ন দল। একদল প্রশিক্ষিত উজ্জীবক, ইয়ুথ লীডার, নারীনেত্রী ও এলাকার সমাজসেবী সুধীজনদের নিয়ে গঠিত হয় **রঘুরামপুর** গ্রাম উন্নয়ন দল। এ গ্রামের ৬৪৫টি পরিবারের মধ্যে ৫৫% পরিবারই কৃষিকাজ করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন। গ্রামটিতে প্রবল সামাজিক সম্প্রীতি বিরাজমান। এমতাবস্থায় বাংলাদেশে গত মার্চ-২০২০ মাসে করোনা ভাইরাসের সংক্রমন দেখা দিলে মানুষ ব্যাপকভাবে আতংকিত হয়ে পড়েন। দেশব্যাপী হঠাৎ করে লকডাউন মানুষের দৈনন্দিন কাজকে বাধাগ্রস্থ্য করে। এরই মাঝে গ্রাম উন্নয়ন দল এলাকাবাসীদের মধ্যে সচেতনতাবৃদ্ধির জন্য নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহন করেন। আর এসকল সম্মিলিত উদ্যোগের কারনে এ গ্রামের কোন মানুষ করোনা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হননি। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর উদ্যোগে গ্রামের জনবান্ধব ২ জন পুরুষ ও ১৩ জন নারীকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল একটি স্বেচ্ছাব্রতী প্লাটফর্ম যার নাম রঘুরামপুর কুমড়ীকান্দা গ্রাম উন্নয়ন দল। গ্রামের যে কোন সমস্যায় এ দলটিই হয়ে উঠেছিল শেষ ভরসাস্থল। অবশেষে করোনার এ মহাতংকের মধ্যেও এ গ্রাম উন্নয়ন দলটিই হয়ে উঠল সকলের ভরসার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে। মার্চ মাসের ১৮ তারিখেই গ্রামে মোঃ আরিফুল ইসলাম উজ্জলের তৎপরতায় মোবাইল ফোনে যোগাযোগের মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়ন দল একটি সভা করতে সক্ষম হয়। সভায় দলের প্রত্যেকেই এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন যে, যেহেতু চারদিকে ভয়াবহ আতংক তাই তারা গ্রামের আরও মানুষ ও সমমনা সংগঠনের সদস্যদের সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ও কিছু উদ্যোগ গ্রহনের সিদ্ধান্ত নেন।

করোনাকালীন গ্রাম উন্নয়ন দলের তৎপরতা সব সময়ের জন্যই শিক্ষন হতে পারে মোকাবেলা

ময়মনসিংহ জেলাস্থ সদর উপজেলার চর নিলক্ষিয়া ইউনিয়নের রঘুরামপুর

কুমড়ীকান্দা গ্রামটি জেলা শহর হতে মাত্র ১২ কিলোমিটার দূরে হলেও জীবিকা, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিচারে গ্রামের অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র। গ্রামটির মোট ৬৪৫টি পরিবার এর মধ্যে বড় অংশই দিন এনে দিন খায়। অনেকে ঢাকা, গাজীপুর, ও নারায়নগঞ্জের বিভিন্ন কারখানা ছাড়াও ময়মনসিংহ সদরের বিভিন্ন কল কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। অনেকেই আবার পরিবহন শ্রমিক। গ্রামটির মাঝখান দিয়ে নেত্রকোনা জেলা সংযোগ সড়কের কারনে গ্রামটিতে করোনা ঝুঁকি ছিল অনেক বেশী।

মোঃ আরিফুল ইসলাম উজ্জল এর মাধ্যমে গ্রামশক্তির রূপান্তর মোকাবেলা

এ বছরের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহের দিকে ভয়ংকর করোনাভীতি গ্রামবাসীকে আচ্ছন্ন করে ফেললে মানুষগুলো যে যার মতো করে গৃহাশ্রয়ী হবার চেষ্টা করে। কার কি হবে, গ্রামের বিপন্ন মানুষগুলোর পাশে কে দাঁড়াবে এ চিন্তাগুলো করার মতো কাউকে খুজে পাওয়া যাচ্ছেনা। ফলে কয়েকটা দিনের জন্য পুরো গ্রামটিতে এক নিস্তব্ধ, ভুতুড়ে অবস্থা বিরাজ করে। এমতাবস্থায় গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি মোঃ আরিফুল ইসলাম উজ্জল কান্ডারীর ভুমিকায় অবতীর্ন হন। তার নেতৃত্বে গ্রাম উন্নয়ন দলের সকল সদস্য প্রথমে মুঠোফোনের মাধ্যমে সভা করে গ্রামের আরও মানুষকে সম্পৃক্ত করে ভয়ঙ্কর ভীতিকে জয় করার জন্য এবং প্রতিটি ঘরে ঘরে করোনা ভাইরাসকে প্রতিরোধ করার নিজস্ব শক্তি তৈরি করার লক্ষ্যে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে শুরু করেন প্রচারাভিযান। শুরু হয় আতংকে অবশ হয়ে যাওয়া একটি গ্রামের হারিয়ে ফেলা শক্তিটির পূনর্জাগরণ । সংকট মোকাবেলায় পরিকল্পনা গ্রহণ ও সার্বিক সচেতনতা কার্যক্রম। যেহেতু সচেতন থাকা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ছাড়া করোনা প্ররিোধের আর কোন বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প নাই তাই গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যরা প্রতিটি ঘরে ঘরে করোনা বিষয়ক সচেতনতা ও স্বাস্থ্যবিধি পৌঁছে দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং সে মোতাবেক পাড়া ভিত্তিক দল গঠণ করে বাড়ীবাড়ী সচেতনতামূলক প্রচারনা চালাতে শুরু করে। মূলত নিয়ম মেনে বারবার হাত ধোয়া, শারিরীক দূরত্ব বজায় রাখা জরুরী। প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না যাওয়া এবং যেতে হলেও অবশ্যই মাস্ক পরিধান করা এ বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে প্রচারণা কার্যক্রম চলতে থাকে। গ্রাম উন্নয়ন দলেরযে. মোঃ আরিফুল ইসলাম

উজ্জল, সমলা খাতুন; নাছিমা খাতুন, রুমা আক্তার, রেনু আরা, মিনা, পারভীন, রুমা, রুনা, মদিনা, পারুল, সুরুজ আলী,পপি আক্তার, ঝর্না আক্তার, রাশিদা আক্তার জলি সহ মোট ১৫ জন নারী পুরুষ এবং সাথে আরও ৫ জন ছাত্র ও তরুন এবং স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের সাহসী স্বেচ্ছাব্রতী উদ্যোগে গোটা গ্রামে প্রায় ২৪ টি উঠান বৈঠক, ৫টি স্থানে হাত ধোয়া প্রদর্শণী, বিনামূল্যে মাস্ক-সাবান বিতরন, অসহায় হঠাৎ করে বেকার হয়ে পড়া পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা করা ছাড়াও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এবং উপজেলা প্রশাসন থেকে দেয়া লিফলেট রাস্তায় চলাচলরত প্রতিটি মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়।

গুজব, অপপ্রচার ও ভ্রান্ত চিকিৎসার পদ্ধতিগতভাবে

বিভিন্ন অপ-প্রচার, ভ্রান্ত চিকিৎতা পদ্ধতি এবং বিভিন্নমুখী গুজব করোনা প্রতিরোধ কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে নেতিবাচক ভুমিকা পালন করে। মূলত ধর্ম এবং গ্রামের কিছু অসচেতন মুরুব্বীদের সামনে রেখে এ অপপ্রচারগুলো চালানো হয়। বিষয়গুলো করোনা সংকটকে আরও জটিল এবং করোনাপ্রতিরোধ কার্যক্রমকে আরও বাধাগ্রস্থ করছিল। ভিডিটি সভাপতি মোঃ আরিফুল ইসলাম উজ্জলের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটি টিম এর উদ্যোগে গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্য এবং মসজিদের ঈমাম এবং স্থানীয় প্রশাসনকে সাথে নিয়ে এ অপপ্রচার প্রতিহত করেন। মসজিদের মাইক থেকে করোনা বিষয়ক স্বাস্থ্যবিধিগুলো প্রচার করা হয় এবং অপপ্রচারের বিষয়ে সকলেকে সচেতন থাকতে বলা হয়।

সম্পাদক: জয়ন্ত কুমার কর
নির্বাহী সম্পাদক: খায়রুল বাশার

কৃতজ্ঞতায়: সৈয়দ মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, এ.এন .এম .নাজমুল হোসাইন, পলাশ কান্তি পাল

তথ্য সংগ্রহকারী: আসাদুজ্জামান আসাদ
প্রকাশনায়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট -বাংলাদেশ, ময়মনসিংহ অঞ্চল ।

বর্ষ-০১ | সংখ্যা-০৬ | ১৯সেপ্টেম্বর ২০২০

THE HUNGER PROJECT

প্রান্ত পরিক্রমা

অনলাইন বার্তা- ময়মনসিংহ অঞ্চল

উৎকলিকা-১, ২৮ ক/১ কে.সি. রায় রোড, ময়মনসিংহ।

কোভিড-১৯ সম্পর্কে অপতথ্য ও অপপ্রচার এড়িয়ে চলুন

দ্বিতীয় পাতা

লকডাউন

সরকার গার্মেন্টস ও অন্যান্য অফিসগুলো বন্ধ করে দেয়ার পর প্রচন্ড আতঙ্কের মধ্যে যখন ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর ও অন্যান্য এলাকা থেকে শ্রমজীবী মানুষগুলো নিজগ্রামে ঢুকে পরে তখন ভিন্ন এক পরিস্থিতির সুত্রপাত হয়। তারা এ গ্রামেরই মানুষ তাই তাদেরকে তেমন কিছু বলাও যাচ্ছেনা অন্যদিকে তা করোনা সংক্রমনের জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকি তাই তাদেরকে উন্মুক্তভাবে ছেড়েও দেয়া যাচ্ছিল না। এমন একটা উভয় সংকট পরিস্থিতিতে গ্রাম উন্নয়ন দল বুদ্ধিমত্তার সহিত এলাকার মুরুব্বী, ইউনিয়ন পরিষদ এবং ইউনিয়ন কোভিড-১৯ প্রতিরোধ কমিটির সহযোগিতায় এলাকায় বহিরাগতদের আগমন রোধে গ্রামের বিভিন্ন রাস্তায় বাঁশ দিয়ে লকডাউন নিশ্চিত করেন ও গ্রামের সকল প্রবেশ পথে লক ডাউনও নিশ্চিত করা হয়। এলাকাবাসীদের মাঝে বিনামূল্যে মাস্ক ও সাবান বিতরন করা হয়। যেন সবাই নিয়মিত মাস্ক পরেন ও ঘন ঘন হাত ধোয়। মূলকথা সবার করোনা থেকে বাঁচতে হলে সচেতন থাকতে হবে। ঘর থেকে বের হওয়া যাবে না। দুরত্ব বজায় রাখা দরকার। তারা উপস্থিত সকলের হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করেন।

বিপন্ন জনগনের পাশে গ্রাম উন্নয়ন

রঘুরামপুর কুমড়ীকান্দা গ্রামের মানুষগুলো এমনিতেই দরিদ্র। অনেকেই দিন এনে দিন খাওয়া শ্রমিক। করোনা সংকটে তাদের রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা প্রায় দিশেহারা হয়ে যায়। অনেকেরই জীবনে কোনদিন কারো কাছে হাত পাতার অভিজ্ঞতা নাই। সহায় সম্বলহীন এ মানুষগুলো এক সংঘাতিক বিপন্ন অবস্থায় নিপতিত হয়। এ বিপন্ন আরিফুল ইসলাম উজ্জল মানুষগুলোকে কোন মতে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্য গ্রাম উন্নয়ন দল এর উদ্যোগে প্রায় ২০০টি পরিবারের মানুষের মাঝে সামাজিক নিরাপত্তা ও দুরত্ব বজায় রাখার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতন করেন, ২০০টি মাস্ক এবং ২০০টি সাবান, ৬০টি পরিবারকে পরিবার প্রতি ৫০০/-চাল, ডাল, তেল, সাবান, পেয়াজ সহ বিভিন্ন ত্রান সামগ্রী বিতরণ করেন। তিনি গ্রামের প্রতিটি বাড়ির চারপাশ স্প্রে করেন, দোকানদার ও মানুষকে স্প্রে করার বিষয়ে সচেতন করেন। এভাবেই করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ করতে সাহসী মনোবল নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

গ্রামবাসীর প্রতিক্রিয়া

রঘুরামপুর কুমড়ীকান্দা গ্রামের প্রায় সকল মানুষই করোনা মহামারীর এ আতংকের মধ্যেও গ্রাম উন্নয়ন দলের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাব্রতীদের বিভিন্ন তৎপরতা প্রত্যক্ষ করেছে । গ্রামের বিপন্ন মানুষগুলোর পাশে যে ভাবে গ্রাম উন্নয়ন দল দাড়িয়ে তাদের কে সুরক্ষা দিয়ে যাচ্ছে তা এখন গ্রামবাসীদের প্রত্যকের মুখে মুখে। গ্রামের সাধারন মানুষ মনে করেন গ্রাম উন্নয়ন দলের এ কর্মকান্ডের কারনেই তাদের গ্রাম অদ্যবধি করোনা সংক্রমনমুক্ত রয়েছে। তারা এ দুঃসময়ে এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ এর আগে এমনভাবে আর দেখেন নাই। গ্রামের এ স্বেচ্ছব্রতীদের নিয়ে তারা গর্ব করেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজের সাথে নিজেকে জড়াতে পারলে আনন্দিত হবেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

চলমান রয়েছে গ্রামবাসীর মাঝে করোনা সহিষ্ণু গ্রাম গড়ে তোলার উদ্যোগ দল

করোনা ভাইরাস সংক্রমনের প্রায় ৬ মাস পরও এর ভয়বহতা কমছে না বরং মানুষের স্বাস্থ্যবিধি সঠিকভাবে না মানার সুযোগে এটি আরও জটিল রূপধারণ করছে এবং একটি দীর্ঘস্থায়ী সংকটে পরিনত হচ্ছে। তাই গ্রাম উন্নয়ন দলের নেতৃত্বে সকলের মাঝে করোনা সহিষ্ণু অভ্যাস গড়ে তোলার উদ্যোগ পরিচালনা করা হচ্ছে। একদিকে করোনার ক্ষতি পুষিয়ে উঠার লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গ্রামবাসীদের সাথে নিয়ে গ্রামের উঠানে সরকারী কৃষি কর্মকর্তাদের

সহযোগিতায় বসতবাড়ীতে কৃষি এবং নারীবন্ধব কৃষির প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি দ্রুত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কমিউনিটি ফিলানথ্রোপির মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারগুলো চিহ্নিত করে বিভিন্ন পুষ্টিকর,খনিজ লবন সমৃদ্ধ শাকসবজীর বীজ বিতরণ করা হচ্ছে। সেই সাথে কোভিড-১৯ এর বর্তমান অবস্থা,এর গতি প্রকৃতি, শারীরীক দূরত্ব ও মাস্ক পরার গুরুত্ব বিষয়ক ক্যাম্পেইন কার্যক্রমগুলোও ব্যাপকভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে। করোনা সংকটের আড়ালে সমাজে বাল্যবিবাহ, নারীর প্রতি সহিংসতা, কন্যাশিশু ও বয়ঃসন্ধিকালীন ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় স্বেচ্ছাব্রতীদের উদ্যোগে এ বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রমগুলো নতুনভাবে শুরু করা হয়েছে।

"অন্তর্নিহিত শক্তিকে চিনতে পারায় ভয়ে কাতর মানুষগুলোই সাহসী বীরের মতো সংগ্রাম করেছে- "আরিফুল ইসলাম উজ্জ্বল

আতংকে নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়া কুমড়ীকান্দা গ্রামটি যে ভাবে বীরদর্পে জেগে উঠেছে তার সুফলও গ্রামবাসী পেয়েছে। গ্রামটিতে বিভিন্ন কারনে করোনা সংকটের প্রবণ ঝুঁকি থাকার পরেও এখনো পর্যন্ত গ্রামটি করোনামুক্ত রয়েছে। গ্রামবাসীরা মনে করেন এটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র গ্রাম উন্নয়ন দলের সক্রিয় স্বেচ্ছাব্রতীদের সময়োপযোগী সাহসী পদক্ষেপের কারনে। এটাও দেখা গেছে আশেপাশের অনেক গ্রামে যেখানে এমন কোন পদক্ষেপ নেয়ার কোন সংগঠিত শক্তি ছিলনা সেখানে অনেকেই যেমন আক্রান্তও হয়েছে তেমনি এর বিরুদ্ধে কোন সংগঠিত প্রতিরোধও গড়ে উঠেনি। গ্রামের যারা দেখেছেন এবং জেনেছেন তাদের অনেকেই বিশ্বাস করেন গ্রাম উন্নয়ন দল পরিচালিত এ স্বেচ্ছাব্রতী জনবান্ধব উদ্যোগগুলোর কারনেই গ্রামটি আজো সুরক্ষিত। আর এ বিশাল কার্যক্রমটি পরিচালনায় নেপথ্যে থেকে যিনি সার্বিকভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি হলেন গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি আরিফুল ইসলাম উজ্জ্বল ও নারীনেত্রী রাশেদা আক্তার জলি। তারা মনে করেন, করোনার এ ভীষণ আতংকের মধ্যে প্রবল সাহসিকতা নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো বাইরে থেকে আসা কোন শক্তির পক্ষে সম্ভব না। দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের মানুষকে নিয়ে কাজের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে একটি গ্রামকে জাগিয়ে তোলার জন্য যখন গ্রামবাসী নিজেরাই এগিয়ে আসে কেবলমাত্র তখনই গ্রামের যে কোন সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয় এবং করোনা প্রতিরোধে গ্রামবাসীদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধও সেই সত্যকে আরেকবার প্রমান করেছে।

সবাই মিলে শপথ করি, করোনা সহিষ্ণু গ্রাম গড়ি